৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা ৮ জুন ২০০১/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮

আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদকাল শেষ হয়ে আসছে। আগামী ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে। জনগণ এখন সরকারের কার্যক্রমের হিসাব কষছে। মিলিয়ে দেখছে সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা। আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে নির্বাচনী প্রচারে। প্রচার করছে সরকারের সফলতা। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, লোডশেডিং, টাকার দফায় দফায় অবমূল্যায়ন, শিল্পে স্থবিরতা সরকারের সফলতাকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয়ের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। তবুও আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে জয়ী হতে চায়। আওয়ামী লীগ বেশ আশাবাদীও। তাদের ক্ষমতায় পূর্ণ প্রত্যাবর্তনের আশা জাগিয়েছে একজন মন্ত্রী। তার অক্লান্ত কর্মপ্রবাহ কৃষিতে এনেছে গতি। দেশে বিগত কয়েক বছর রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হয়েছে। কৃষকেরা পেয়েছে সময়মত সার ও বীজ।

ষাটের দশকের তুখোড় ছাত্রনেত্রী অগ্নিকন্যা খ্যাত কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এখন জনগণের সম্মুখে সবচেয়ে সফল মন্ত্রী। একমাত্র তার ওপর ভরসা করেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারে। তিনি ভাগ্যহীন এদেশের কৃষকের মুখে ফুটিয়েছেন হাসি। আগামী নির্বাচনে কৃষি প্রধান এদেশে কৃষকরাই বড় নির্বাচকমন্ডলী। শতকরা ৭০ ভাগ ভোটার তারাই।